# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

ডিজিটাল বুলেটিন | www.ganadabi.com | ২৮ মার্চ ২০২০


## পুলিশি বাড়াবাড়ির নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

হাওড়ায় পুলিশের লাঠির আঘাতে একজনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, করোনা সংক্রমণ রোধ করতে সরকারের তরফ থেকে যে লকডাউন জারি করা হয়েছে তা সঠিক হলেও তা কার্যকরী করতে গিয়ে পুলিশের বাড়াবাড়ি কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। দুধ বা অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিস যা লকডাউনের আওতার বাইরে এবং মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যেসবের দোকান খোলা থাকার কথা, তা সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষকে বাড়ির বাইরে বের হতেই হচ্ছে। কিন্তু গতকাল থেকে পুলিশ তাঁদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করছে, কোথাও রাস্তার মাঝখানে কান ধরে উঠবোস করাচ্ছে। আমরা অবিলম্বে এই পুলিশি বাড়াবাড়ি বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। এই বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হাওড়ার সাঁকরাইলে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়ে একজন মারা গেছেন। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি ও দোষী পুলিশ অফিসারের শাস্তি দাবি করছি।

## মানুষের বেঁচে থাকার মতো অর্থ, খাদ্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে

### প্রধানমন্ত্রীর লকডাউন ঘোষণা সম্পর্কে কমরেড প্রভাস ঘোষ

জাতির উদ্দেশ্যে ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে যে ভয়াবহ অবস্থার কথা বলেছেন তা বাস্তব। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে দেশবাসী আশা করেছিল টেস্ট কিট নিয়ে গুরুতর সমস্যা সমাধানে তিনি কিছু ব্যবস্থার কথা বলবেন, যার কিছুই ভাষণে নেই। যে দেশে এমনিতেই গরিব মানুষ অনাহারে প্রতিদিন মারা যায় সেখানে সরকার তাদের রক্ষা করার জন্য বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দিনমজুরি যারা করেন এখন কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তারা রোজগারহীন হয়ে পড়ছেন। তাঁরা যাতে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম অর্থ পান, খাদ্য পান সেটা দেখাও সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সেই দায়িত্বের কোনও লক্ষণ পাওয়া গেল না। এটা দেশবাসীকে খুবই হতাশ করবে।

## করোনা প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সম্পাদকের চিঠি

রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানিয়ে ২৮ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে বলেন,

১) ৬ মাসের জন্য খাদ্যদ্রব্যের যে রেশন বিনা পয়সায় দেওয়ার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা এপ্রিল থেকে চালু হবে। ফলে ২৩ মার্চ থেকে লকডাউন শুরু হওয়ায় গ্রামের গরিব বিশেষ করে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সরকার কেবল চাল ও আটা দেবে বলেছে, কিন্তু তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য তেল-নুন সমেত ন্যূনতম কিছু প্রয়োজন। অনেক মানুষের রেশন কার্ড নেই, তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

২) বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল বলা হয়েছে, তা আরও বাড়ানো দরকার।

৩) দিনমজুর সমেত যাঁদের এককালীন ১০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে তার বিলি-বন্টন সর্বদলীয় ব্যবস্থায় হওয়া দরকার, নতুবা দলবাজি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৪) বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারি রুখতে হবে। লকডাউন কার্যকরী করতে পুলিশ কোথাও কোথাও বাড়াবাড়ি করছে, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

৫) গণপরিবহণের অভাবে হাসপাতালে যেতে সাধারণ মানুষ ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তার সুরাহা করাটা জরুরি।

৬) পৌর এলাকায় বাজারগুলি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও গ্রামীণ এলাকার বাজার-হাটে ব্যাপক জনসমাগম হচ্ছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।

৭) রাজ্য সরকার করোনা মোকাবেলায় রাজ্যের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের টিম তৈরি করেছে। বর্তমানে COVID-19 সংক্রমণের সবচেয়ে বিপজ্জনক তৃতীয় বা চতুর্থ স্টেজে যাতে না যেতে পারে তার উপযোগী প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই কাজে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ কাউকেই এই কমিটিতে রাখা হয়নি। Epidemologist, public health specialist, community medicine এর বিশেষজ্ঞ, virologist, microbiologist এই টিমে নেই। আমরা সরকারকে এই কমিটিতে এমন বিশেষজ্ঞদের এবং এই কাজে অভিজ্ঞ চিকিৎসক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করার দাবি করছি।

৮) লালারস পরীক্ষা, হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা, কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গোষ্ঠীস্তর পর্যন্ত করা দরকার, যা আমাদের মতো দেশে স্টেজ-৩ এ অত্যন্ত জরুরি।

৯) গত কয়েকদিন PPE-র দাবিতে মেডিকেল কলেজ, বেলেঘাটা ঢড্ড হাসপাতাল সহ নানা হাসপাতালে নার্সদের বিক্ষোভ চলছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি সুরক্ষিত না থাকেন তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। আমাদের দাবি, রাজ্যের যেসব হাসপাতালে করোনা রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে ডাক্তার, নার্স সমেত সকল স্বাস্থ্যকর্মীর পর্যাপ্ত ত্বত্বড্র-র ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ডাক্তার সমেত এই স্বাস্থ্যকর্মীরা যে বাড়িতে বা আবাসনে থাকেন তাঁদের থাকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটা তাঁদের মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। এই বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে হবে।

১০) রাজ্যের বাইরে থেকে এই রাজ্যে বা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পরিযায়ী শ্রমিক সমেত নানা ধরনের মানুষ যাঁরা এসেছেন তাঁদের উপর নজরদারির অভাব হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে যদি এই ত্রুটি দূর না করা হয় তাহলে গোষ্ঠী সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না, যা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি।

সবশেষে বলতে চাই, গরিব মানুষ, ফুটপাতবাসী প্রভৃতি মানুষের জন্য আপনি যে ঘোষণা করেছিলেন তা যাতে সকলে পান তা প্রশাসন নিশ্চিত করুক।

## শোক সংবাদ

● দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ও দৃষ্টিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড সুকান্তি মজুমদার (৬২) ১৬ মার্চ শ্যামনগরে ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

● দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য, পূর্বতন জেলা অফিস সম্পাদক কমরেড কালীপদ পণ্ডিত (৬২) ২৮ মার্চ কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আগের দিন তিনি সোনারপুরে নিজের বাড়ির ছাদ থেকে আকস্মিক ভাবে মাটিতে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

## রাজস্থানে গরিব মানুষকে হাতে তৈরি মাস্ক দিল ডিওয়াইও

সরকারের পক্ষ থেকে টিভিতে, রেডিওতে, সোস্যাল মিডিয়ায়, এমনকি কাউকে ফোন করলেই শোনানো হচ্ছে সাবধানবাণী— করোনার হাত থেকে বাঁচতে মাস্ক পরুন। কিন্তু কোথায় মাস্ক! বাজারে তা অপ্রতুল। দাম বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও চলছে কালোবাজারি। মানুষ আশা করেছিল, সরকার বিনামূল্যে গরিব মানুষকে মাস্ক দেবে। সরকার হাত গুটিয়ে নিলেও যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র রাজস্থানের পিলানি-ঝুনঝুনা আঞ্চলিক কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা কাঁচামাল সংগ্রহ করে ঘরের মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায়

কয়েক হাজার মাস্ক তৈরি করেন (ছবি) এবং বিনামূল্যে তুলে দেন ওই অঞ্চলের গরিব মানুষদের হাতে।

**গুজরাট ঃ** গুজরাটের পাটি নেতা-কর্মীরা এই সময় মানুষকে বিনামূল্যে মাস্ক দেবার জন্য নিজেরা ঘরে অথবা অফিসে নিজ হাতে মাস্ক তৈরি করেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশীর নেতৃত্বে কমরেডরা আমেদাবাদের পাড়ায় পাড়ায় দরজায় কড়া নেড়ে সেই মাস্ক তুলে দিয়েছেন অধিবাসীদের হাতে।

## করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে

# সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রস্তাব

*২৩ মার্চ নবান্নে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দলের পক্ষ থেকে যে লিখিত বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন তা নিচে দেওয়া হল।*

মাননীয়া মহাশয়া,

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধে এই সভার আয়োজন করার জন্য প্রথমেই আমাদের দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৯ মার্চ এমনই একটি প্রস্তাব আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক তাঁর বিবৃতিতে ব্যক্ত করেছিলেন।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের অতিমারি আক্রমণ ও বিপুল হারে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ভারতে তার আগ্রাসী বিস্তার এবং এ রাজ্যেও ক্রমাগত আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও অসহায়তা সৃষ্টি করেছে।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব —

(১) রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক Virologist, Epidemologist, Public Health Specialist, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক সংগঠন, মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রাজ্যস্তরে নিয়মিত বৈঠক করে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এঁদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের মেডিকেল টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে।

অনুরূপভাবে সারা দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক সংগঠন এবং মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও যাতে এই ধরনের পদক্ষেপ করে, সেই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো দরকার।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমণকে কমিউনিটি সংক্রমণের পর্যায় বলে ঘোষণা করেনি। কিন্তু আমরা সেই বিপজ্জনক পর্যায়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। তাই সংক্রমিত এলাকা, সম্ভাব্য সংক্রমণ এলাকা এবং সংক্রমণের পথগুলিকে, গণ পরিবহণকে ১৪ দিনের বেশি লকডাউন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে এ রাজ্যে চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার জন্য সরকারি, বেসরকারি তত্ত্বাবধানে সকলের চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সরকারি নিয়মে ফিনানশিয়াল ইয়ার এন্ডিং-এর তারিখ ৩১ মার্চ থাকলেও বর্তমান অবস্থায় তা এক্সটেন্ড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) করোনা আক্রমণ থেকে মুক্ত মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ঃ

(ক) গত ১৪ দিন আগে থেকে এখন পর্যন্ত যারা বিদেশ থেকে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, তাদের তালিকা তৈরি করে বাধ্যতামূলক 'কোয়ারেন্টাইন'এ রাখা ও 'ল্যাব-টেস্ট' করতে হবে।

(খ) দেশের মধ্যে যারা বিদেশ থেকে আগতদের সংস্পর্শে আসছেন এবং অন্যান্য রাজ্য থেকেও যারা এ রাজ্যে আসছেন, তাদের বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) সংশোধনাগারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) হোম কোয়ারেন্টাইন-এ রাখলে অনেককে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে লোকালয়ে ঘোরাঘুরি করার সংবাদ পাওয়া গেছে। এতে করোনা আক্রমণ ছড়ানোর বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সব রকম সতর্কতাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে। তাই তাদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন-এ থাকার ব্যবস্থা করা হোক।

(ঙ) যেহেতু শুধু বিদেশ থেকে আসা মানুষরাই নন, অন্যান্য রাজ্যেও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই সেখান থেকে আসা মানুষদের উপরও নজরদারি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় ব্লক স্তর পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যায় বিজ্ঞানসম্মত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গড়ে তুলতে হবে। ছুটি হয়ে যাওয়া স্কুল-কলেজগুলি এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি হলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানিয়ে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(চ) বিদেশ থেকে বা অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষজন গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলেও অ-সনাক্তকৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছেন, তাদের অনেকে কোয়ারেন্টাইন বা পর্যবেক্ষণে থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। এদের চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন, স্থানীয় ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হোক এবং প্রশাসনের সহযোগী হিসাবে তাদের যুক্ত করা হোক।

(ছ) বিভিন্ন শহরের ফুটপাথে বসবাসকারীদের পাশের স্কুল বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত করে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) হাসপাতালগুলিতে জ্বর, সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্টের রোগীদের ভিড় কমাতে এবং রোগীদের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখতে আলাদা 'স্ক্রিনিং ওপিডি' খোলা হোক এবং সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হোক।

(ঝ) আশাকর্মী, উষাকর্মী, গ্রামীণ চিকিৎসকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়মিত community screening-এর ব্যবস্থা করা দরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এই কাজে সাহায্য করার জন্য আবেদন করা হোক।

(৪) বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্যের সর্বত্র হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য গণ-পরিবহণের বদলে উপযুক্ত স্যানিটাইজেশন করা আলাদা পরিবহণের ব্যবস্থা করা হোক। যে সমস্ত সরকারি দপ্তর খোলা থাকছে, সেখানকার কর্মীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে যারা লকডাউনের জন্য তাদের গ্রামে বা বাসস্থানে যেতে পারছেন না --- তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) রোগ নির্ণয়ের জন্য মহকুমা এবং ব্লক স্তর পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনও একটি কেসও নজরদারির বাইরে না থাকতে পারে।

(৬) AIIMS Guideline অনুযায়ী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের যথোপযুক্ত পরিমাণে personal protective equipments, designated mask, hand wash, hand sanitiser, gloves সরবরাহ করতে হবে।

(৭) আতঙ্ক ও উদ্বেগজনক এই পরিস্থিতিতে mask, hand wash, hand sanitiser, medicine নিয়ে কালোবাজারি রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। লকডাউন কালে সবজি ইত্যাদি সহ সব রকমের খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে।

(৮) বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি আসার আগেই অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত। সাধারণ মানুষ ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিপর্যস্ত। করোনা-ভীতির কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা, দৈনিক মজুররা কাজ হারাচ্ছেন, রিক্সা-টোটো-অটো চালক, হকার, ক্ষুদ্র দোকানদাররা চূড়ান্ত সংকটজনক অবস্থায় পড়েছেন, খেতমজুরদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। পরিচারিকাদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। লকডাউনের কারণে তারা কাজে আসতে পারছেন না। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত শ্রমজীবী মানুষ ও বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। অনেক গরিব মানুষেরই নানা কাগজপত্র নেই— তাই ডিজিটাল রেশনকার্ড আছে কি না, বা অন্যান্য কাগজপত্র দেখাতে পারছে কি না, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে তা বিবেচ্য বিষয় করা চলবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশ এ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও যাতে এই ঘোষণা করে তার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

(৯) বেসরকারি সংস্থা সহ বিভিন্ন শিল্পে বা ক্ষুদ্রশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রাখা হলেও তাদের যাতে লকডাউন কালে আসতে না পারার কারণে বেতন বা মজুরি বন্ধ করা না হয় এবং তাদের চাকরিতে ছেদ না ঘটে ও চাকরি বহাল থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(১০) করোনা প্রতিরোধের নামে এক শ্রেণির মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সাধারণ মানুষের অসহায়তা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর দাওয়াই-এর কথা বলছে, গো-মূত্র ইত্যাদি খাওয়ার কথা বলছে। ধর্মের নামে, ঐতিহ্যের নামে বা বিশ্বাসের নামে যারা এসব প্রচার করছে, তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার সাথে বর্তমানে সর্বস্তরের দরিদ্র মানুষের খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের প্রস্তাবগুলি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

# পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করুন

## চিকিৎসকদের চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ২৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে এক চিঠিতে কোভিড-১৯ ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি এলাকায় নিবিড় নজরদারি এবং স্ক্রিনিং চালিয়ে সমস্ত সম্ভাব্য রোগীকে চিহ্নিত করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক ভি নারলিকর এবং সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার বিজ্ঞান কুমার বেরা করোনা ভাইরাসের সনাক্তকরণ টেস্ট ব্যাপক হারে করার জন্য মহকুমা স্তর পর্যন্ত সরকারি পরিকাঠামো তৈরির দাবি করেছেন। মহকুমা স্তর পর্যন্ত আইসোলেশন ও কোয়ারান্টাইনের ব্যবস্থা, জেলায় করোনার জন্য নির্দিষ্ট আইসিইউ, ভেন্টিলেটর মেশিন, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছাড়া লকডাউনের কোনও কার্যকারিতা থাকবে না বলেই তাঁদের আশঙ্কা।

চিকিৎসক সংগঠন আরও বলেছে, আইসিএমআর যেভাবে ২১ মার্চের গাইডলাইনে প্রবল শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সমস্ত রোগীর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত পরীক্ষা করতে বলেছে তাতে বোঝা যায় করোনা সংক্রমণ ইতিমধ্যেই তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধের সুষ্ঠ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা ও কালোবাজারি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সারা দেশজুড়ে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। তাই তাঁদের দাবি এই কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকের জন্য মাস্ক, গ্লাভস সহ উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহের বিষয়টি সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেখতে হবে। কারণ চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হলে গোটা চিকিৎসাব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। সকল চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হাসপাতালের কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করা অথবা তাঁদের পরিবহণের সুষ্ঠ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস ২৬ মার্চ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় গঠিত টাস্ক ফোর্সে মহামারি বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ভাইরোলজিস্ট এবং মাইক্রোবায়োলজিস্টদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সংগঠনের দাবি এই রোগ প্রতিরোধে বিপর্যয় মোকাবিলার অভিজ্ঞতা আছে এমন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সংগঠনকে সামিল করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে
# সকল রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসুন

## সরকার সর্বদলীয় কমিটি গঠন করুক — এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী অতিমারি আক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভারতে ক্রমাগত তার আগ্রাসী বিস্তার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও অসহায়তার সৃষ্টি করেছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই রোগ সম্পর্কে সতর্কীকরণের যত তৎপরতা দেখাচ্ছে, রোগ আক্রান্ত প্রত্যেকের বিনামূল্যে পরীক্ষা, রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসার জন্য সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে আমাদের প্রস্তাব ঃ

১) সারা দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক সংগঠন এবং মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের কেন্দ্রীয় স্তরে বৈঠক করে তাদের সাজেশান গ্রহণ করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেগুলি সংগ্রহ করে সবদিক বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সুনির্দিষ্ট করা।

২) বিদেশ থেকে যারা ভারতে প্রবেশ করছেন তাদের বাধ্যতামূলক 'কোয়ারান্টাইন' এবং 'ল্যাব-টেস্ট' করতে হবে। দেশের মধ্যে যারা তাদের সংস্পর্শে আসছেন, তাদেরও বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৩) সংক্রমণ রুখতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-আউটডোরের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ফেস মাস্ক বিনামূল্যে দেশের সকলের জন্য সরবরাহ করতে হবে। হাত জীবাণুমুক্ত করার জন্য সাবান, হ্যান্ডরাব ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা হোক। সমস্ত রাজ্যেই করোনা পরীক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থা খুবই নগণ্য। তাই সারা দেশে দ্রুত ন্যূনতম সাবডিভিশনাল লেভেল হাসপাতাল পর্যন্ত করোনা পরীক্ষার সেন্টার খুলতে হবে। সকলের বিনামূল্যে টেস্ট করতে হবে।

৪) করোনা আটকানোর নামে বিজেপি-আরএসএস গোমূত্র-গোবর ইত্যাদি সেবনের যে দাওয়াই দিচ্ছে তা অবৈজ্ঞানিক এবং ক্ষতিকর। মানুষের অসহায়তা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই কুসংস্কারের চর্চা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৫) ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে বেকার সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশে কয়েক কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধিজনিত সঙ্কটও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় করোনা রোগ সংক্রমণজনিত কারণে যেসব জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্র বন্ধ হওয়ার ফলে বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। বিপিএল তালিকাভুক্ত সহ গরিব-নিম্নবিত্ত পরিবার, রিক্সা-টোটো-অটো চালক, ক্ষুদ্র দোকানদার প্রভৃতি যাদের কাজ এবং রোজগার বন্ধ হয়ে গেল, সেই সমস্ত পরিবারে অন্তত সামনের চার সপ্তাহ বিনামূল্যে রেশন, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে আমাদের আবেদন, সাম্প্রতিক এই অতিমারি বিপর্যয় প্রতিরোধে সমস্ত রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, ক্লাব, লাইব্রেরি, সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন — সকলেই এগিয়ে আসুন। সরকারও এ ব্যাপারে সকলের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা স্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে দ্রুত উদ্যোগ নিক।

## দমদম জেলে
## বন্দিমৃত্যুর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ

দমদম জেলে গুলিতে বন্দি মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য পরদিন ২৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

গতকাল দমদম জেলে বন্দীদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা ও তার ফলে এক বন্দির মৃত্যু এই রাজ্যে কারাগুলির চরম অব্যবস্থা ও বন্দিদের প্রতি সরকারের নগ্ন অবহেলার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। কারাগারগুলিতে বন্দিদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব যেমন আছে, অন্য দিকে ঘুষের বিনিময়ে নানা বেআইনি সুবিধা প্রাপ্তিরও সুযোগ আছে, যার সঙ্গে কারাবিভাগের নানা স্তরের অফিসার যুক্ত। এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনা জনিত কারণে কোর্ট বন্ধ থাকায় জামিন না পাওয়ার ফলে তাদের অসহায়তা, প্যারোল দেওয়ার ক্ষেত্রে বন্দিদের মধ্যে তারতম্য করা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য, এই রাজ্যের কারা আইনে একজন সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সারাজীবন মাত্র ৫ দিন প্যারোল পাওয়ার মতো অদ্ভুত নিয়ম আছে যা আর কোনও রাজ্যে নেই। এসব কারণেই বারুইপুর জেলে কিছুদিন আগে বন্দি অসন্তোষ ও তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন ঘটেছিল।

আমরা বন্দি মৃত্যুর ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করছি এবং কারাগারের মধ্যে বন্দিদের করোনা জনিত সুরক্ষার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা সহ কারা আইন সংশোধনের দাবি করছি।

## গণসংগঠনগুলির দাবি

করোনাতে লকডাউন চলার সময় সাধারণ মানুষের নানা দাবি তুলে ধরল গণসংগঠনগুলি। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস সমস্ত কাজ হারানো শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা ও জরুরি পরিষেবায় যুক্ত সকল কর্মীর পর্যাপ্ত বিমার দাবি করেছেন।

বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা কৃষি বিদ্যুতের বিল মকুব ও সমস্ত গ্রাহকের বিল জমা দেওয়ার জন্য লকডাউনের পর যথেষ্ট সময় দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ছাত্র সংগঠন ডিএসও লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ছাত্রদের পঠনপাঠনের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে অতিরিক্ত ক্লাসের দাবি জানিয়েছে।

যুব সংগঠন ডিওয়াইও পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের রুটি-রুজি সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

## আটক মানুষের সহায়তায়
## এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

২৭ মার্চ হঠাৎ খবর এল মুর্শিদাবাদ জেলার নওদাপাড়া অঞ্চলের ৫০০-এর বেশি শ্রমজীবী মানুষ কেরালার এর্নাকুলাম জেলার প্রেমবুরা এলাকায় খাদ্য-পানীয় জল না পেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ওঁরা পরিযায়ী মজুর বা মাইগ্রেন্ট লেবার। ওখানে একটা গোডাউন ভাড়া নিয়ে থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কমরেডরা কলকাতায় রাজ্য দপ্তরে জানাতেই এর্নাকুলাম জেলা সম্পাদক কমরেড টি কে সুধীর কুমারকে তা জানানো হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ গোডাউনের মালিকের সাথে ফোনে কথা বলেন। অঞ্চলের কমরেডরা সেখানে উপস্থিত হন। প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিকটবর্তী কমিউনিটি কিচেন থেকে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। কমরেডরা কয়েক দিন চলার মতো পাঁউরুটি, কলা ইত্যাদি কিনে দিয়ে আসেন।

## মুখ্যমন্ত্রী দেখুন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সরকারি ও কিছু বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতি নিম্নমানের বলে চিকিৎসকরা অভিযোগ করছেন। অতিসাধারণ রেনকোটকেই পিপিই বলে দেওয়া হয়েছে। যে চশমা দেওয়া হয়েছে একবার পরলেই তার কাচ খুলে পড়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগও উঠছে। মাস্কের বদলে পাতলা কাপড়ের টুকরো দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, চিনে যেখানে চারস্তরের পুরো দেহ ঢাকা পোশাক, উন্নত মাস্ক এবং হেডগিয়ার নিয়ে চিকিৎসকরা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সেখানে এই নিম্নমানের সরঞ্জাম স্বাস্থ্যকর্মীদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটবে। বহু জায়গায় তাঁরা বিক্ষোভও দেখাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি আটকাতে উন্নত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানাচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পিপিই না সস্তার রেনকোট? সরকারি পোষাকে এক চিকিৎসক

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com